মাহমুদ শাকের

উমাইয়া খেলাফতের ইতিহাস

অনুবাদ

ইহতিশামুল হক

মাকতাবাতুল হাসান

উমাইয়া খেলাফতের ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : মো : রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

পিয়ারা গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com

ISBN : 978-984-96318-0-4

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৫০০/=

Umaiya Khelafater Itihash

By Mahmud Shaker

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত: প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ বা পিডিএফ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

উমাইয়া খেলাফতের ইতিহাস

মূল আরবি গ্রন্থ	:	আত-তারিখুল ইসলামি (আল-আহদুল উমাবি)
মূল	:	মাহমুদ শাকের
অনুবাদ	:	ইহতিশামুল হক
সম্পাদনা	:	মাহমুদুল হাসান
বানান সমন্বয়	:	মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ
চিত্রবিন্যাস	:	উজ্জ্বল আহমেদ
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	নুরউদ্দীন আহমাদ, মো. আখতারুজ্জামান
প্রচ্ছদ	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রকাশক	:	রাকিবুল হাসান খান

অর্পণ

"নির্ভরযোগ্য ইসলামি ইতিহাস জানতে যারা সর্বদা বদ্ধপরিকর"

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ১৫
ভূমিকা ১৭

উমাইয়া খেলাফত

(৪১-১৩২ হিজরি)

খেলাফতে দুই পরিবার ৮৪
আবু সুফিয়ান-পরিবার ৮৪
মারওয়ান-পরিবার ৮৪

আবু সুফিয়ান-পরিবার

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর খেলাফতকাল ৮৮
বংশ ৮৯
মুআবিয়া রা.-এর ভাইয়েরা ৯২
তার বোনেরা ৯৩
স্ত্রী ও সন্তানাদি ৯৪
জীবনী ৯৬
খেলাফতকাল ১০৬
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ১১০
একনজরে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর খেলাফতকালে
প্রদেশসমূহের শাসকগণ ১১৮
বিজয়াভিযানসমূহ ১২১

পশ্চিম ঘাঁটি ১২১
পূর্বাঞ্চল ১৩০
খারেজিদের ফেতনা ১৩২
ইয়াজিদের বাইআত ১৪১

ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার খেলাফতকাল

(৬০-৬৪ হিজরি)

জীবনী ১৪৭
ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার পরিবার ১৪৮
খেলাফতকাল ১৪৯
প্রদেশসমূহ ১৫২
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ১৫৫
খারেজি ফেতনা ১৬৭

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর খেলাফতকাল

(৬৪-৭৩ হিজরি)

জীবনী ১৬৯
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর সন্তানাদি ১৭৪
ভাইবোন ১৭৫
খেলাফতের বাইআত ১৭৭
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ১৮৩
খারেজিদের ফেতনা ২০৭
সামগ্রিক বিচারে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর খেলাফতকাল ২১০
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর খেলাফতকালে প্রদেশগুলোর
বছরভিত্তিক শাসকদের তালিকা ২১২

মারওয়ান-পরিবার

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

(৭৩-৮৬ হিজরি)

জীবনী ২১৬
স্ত্রী-সন্তানাদি ২১৮
প্রদেশসমূহ ২২১
বিজয়াভিযানসমূহ ২২৮
পশ্চিমাঞ্চলের বিজয়াভিযান ২২৯
পূর্বাঞ্চলের জিহাদ ২৩২
খারেজিদের ফেতনা ২৩৪

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক

(৮৬-৯৬ হিজরি)

জীবনী ২৪০
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ২৪৩
বিজয়াভিযানসমূহ ২৪৮
পশ্চিমাঞ্চল ২৪৮
পূর্বাঞ্চল ২৫২

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক

(৯৬-৯৯ হিজরি)

জীবনী ২৫৮
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ২৬১
পশ্চিমাঞ্চল ২৬৫
পূর্বাঞ্চল ২৬৬

উমর ইবনে আবদুল আজিজ

(৯৯-১০১ হিজরি)

জীবনী ২৬৮
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ২৭২
খারেজিদের ফেতনা ২৭৫
বিজয়সমূহ ২৭৭
আব্বাসি বিপ্লবের সূচনা ২৭৮

ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক

(১০১-১০৫ হিজরি)

সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৮২
প্রদেশসমূহ ২৮৩
আরমেনিয়া ও আজারবাইজান ২৮৬
বিজয়াভিযানসমূহ ২৮৭
খারেজিদের ফেতনা ২৮৮

হিশাম ইবনে আবদুল মালিক

(১০৫-১২৫ হিজরি)

জীবনী ২৯১
প্রদেশসমূহের বর্ণনা ২৯২
বিজয়াভিযানসমূহ ২৯৯
পশ্চিমাঞ্চল ২৯৯
পূর্বাঞ্চল ৩০২
খারেজিদের ফেতনা ৩০৫
আব্বাসি বিপ্লবের প্রচারণা ৩০৭

ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ

(১২৫-১২৬ হিজরি)

জীবনী ৩১০

ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ

(১২৬-১২৬ হিজরি)

জীবনী ৩১৫

ইবরাহিম ইবনে ওয়ালিদ

(১২৭ হিজরি)

জীবনী ৩১৯

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ

(১২৭-১৩২ হিজরি)

জীবনী ৩২২
খারেজিদের ফেতনা ৩২৫
আব্বাসি আন্দোলনের অভ্যুদয় ৩২৮
তথ্যসূত্র ৩৩৫

মানচিত্র সূচি

মানচিত্র নং-১

মুসলিম ও রোমানদের মধ্যকার ইসলামি সীমান্ত অঞ্চলসমূহ ১২৪

মানচিত্র নং-২

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনকালে
(৪১-৬০ হি.) অর্জিত সামুদ্রিক বিজয়সমূহ। ১২৭

মানচিত্র নং-৩

মুআবিয়া রা.-এর শাসনকালে (৪১-৬০ হি.) আফ্রিকায় অর্জিত
বিজয়সমূহ। ১২৯

মানচিত্র নং-৪

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনকালের শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত
বিজিত অঞ্চল..১৩১

মানচিত্র নং-৫

খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে পশ্চিমাঞ্চলে অর্জিত বিজয়সমূহ........২৫০

মানচিত্র নং-৬

খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে মাওয়ারাউন্নাহার অঞ্চল বিজয় ২৫৩

মানচিত্র নং-৭

খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে ভারতবর্ষের বিজিত অঞ্চল.............২৫৬

মানচিত্র নং-৮

ফ্রান্সে ইসলামি বিজয়সমূহ ৩০২

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১

উমাইয়া শাসকদের বংশতালিকা..৮৬

সম্পাদকীয়

জ্ঞানের যে শাখাটিতে সবচেয়ে বেশি ভিত্তিহীন বিষয় যুক্ত হয়েছে, তা হলো ইতিহাস। মুসলিমদের হোক বা অমুসলিমদের। আমাদের মুসলিমদের ইতিহাসে উমাইয়া খেলাফতের ইতিহাস বেশ বিকৃতির স্বীকার হয়েছে, বিভিন্নরকম মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হয়েছে তাদের ওপর। কিছু অভিযোগের সামান্য ভিত্তি থাকলেও অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও পক্ষপাতমূলক।

উমাইয়াদের দোষারোপ করা হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। দোষ দেওয়া হয়েছে কখনো আব্বাসিদের পক্ষ থেকে, যাদের যুগে ইসলামি ইতিহাসের সংকলন হয়েছিল। কখনো-বা শিয়া-খারেজিদের পক্ষ থেকে, যাদের দমন করতে উমাইয়া খলিফাগণ ছিলেন বদ্ধপরিকর। আবার কখনো কিছু নিষ্ঠাবান আবেগপ্রবণ মুসলিমও উমাইয়াদের সমালোচনা করেছেন কঠোরভাবে, যারা ইসলাম নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এর উপযুক্ত কারণও তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। যেমন উমাইয়া শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রচলিত শুরাব্যবস্থার পরিবর্তন, আহলে বাইতের প্রতি অবিচার, যুবায়ের-পরিবারের প্রতি জুলুম, হারামাইনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা ও মুসলিমদের প্রতি কঠোরতার আচরণ ইত্যাদি কারণে মানুষ তাদের প্রতি ছিল বীতশ্রদ্ধ।

তাদের ওপর এ সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার বাহ্যিক আরও কিছু কারণও ছিল। যেমন আবু সুফিয়ান রা. ও মুআবিয়া রা.-এর মতো উমাইয়া সদস্যদের বিলম্বে ইসলামগ্রহণ, প্রাথমিক যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান, নবী-পরিবার তথা আহলে বাইত ও আলি রা.-এর সমর্থকদের ওপর নেমে আসা অন্যায়-অবিচার, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, মদিনায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ, কয়েকজন উমাইয়া শাসকের কঠোরতা ইত্যাদি বিষয়গুলো, পাশাপাশি আহলে বাইতের প্রতি সকল মুসলিমদের প্রচণ্ড ভালোবাসা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অথচ কিছু ঘটনা ছাড়া বনু উমাইয়াদের শাসনামলে ইসলাম ও মুসলিমজাতির প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হয়েছে।

বনু উমাইয়ার শাসকগণ আলেমদের যথেষ্ট সমাদর ও সমীহ করতেন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্ব দিতেন। সেনা-অভিযানে তাদের কাছে নেতৃত্ব অর্পণ করতেন। বিচারকের পদে তাদের নিয়োগ দিতেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

বনু উমাইয়া কখনো বিচারবিভাগে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেনি। যোগ্য লোকদের হাতে এর দায়িত্ব অর্পণ করে বিচারবিভাগকে তারা স্বাধীন করে দিয়েছে।

তাদের হাতে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে। যার ফলে পূর্বে চীনে আর পশ্চিমে আন্দালুস ও দক্ষিণ ফ্রান্সে ইসলামি ভূখণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছে।

তারা অনাবাদি জমিসমূহকে আবাদ করতেন। জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে দিতেন। নদনদী খনন করে দিতেন। এ ছাড়াও তাদের আরও অনেক অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে মুসলিমজাতি।

পরিশেষে বলব,

উমাইয়া-প্রতিপক্ষ, প্রাচ্যবিদ ও বিচারজ্ঞানহীন শত্রুরা উমাইয়াদের সম্পর্কে যে বিকৃত ও ফ্যাকাশে চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পাঠ করলে তাদের সে চেষ্টার অসারতা পাঠকের সামনে প্রকাশ পাবে বলে আশা করি।

বিনীত

সম্পাদক

১৪ রমজান ১৪৪৩ হিজরি

১৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রি.